উটপাখি থাকা যাবে না অনলাইন মিডিয়া এখন বাস্তবতা

মোস্তাফা জব্বার

অনলাইনে আমাদের সবার ব্যক্তিগত জীবনও ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন। একেবারে ব্যক্তিগত একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই অবস্থাটির বিবরণ দেয়া যায়। আমার পরিচিত কোনো এক বন্ধু তার নাতনির একটি মেইল আমার কাছে ফরোয়ার্ড করেছে। তার কাছে চাওয়া সমাধানটির জবাব তিনি আমার কাছে চেয়েছেন। এই মেইলটিই বাংলাদেশের তরুণীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার একটি চিত্র তুলে ধরে।

'আসসালামু আলাইকুম নানা, আমি আনিকা। আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনার কাছে একটি সমাধান চাই। কেউ একজন আমার ছবি আর বিবরণ দিয়ে ফেসবুকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছে। সেখান থেকে লোকটা যাকে খুশি তাকে বন্ধুর রিকোয়েস্ট পাঠায়, বাজে পেজ লাইক করে এবং আজেবাজে মন্তব্য করে। আমার দেয়ালে নোংরা পোস্ট দেয় ও নোংরা ছবি পেস্ট করে। আমার দেয়ালে এমন সব ভিডিও আছে যা কোনো সভ্য মানুষ দেখতে পারে না। একই সাথে সে আমাকে নাস্তিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। আমি এখন কি করব? আমার কি অপরাধ যে আমি একটি মেয়ে এবং এজন্য আমি নিজের সম্মান রক্ষা করতে পারব না। দেশে কি কোনো সরকার নেই, কোনো কর্তৃপক্ষ নেই যে আমি অভিযোগ করতে পারি বা সহায়তা পেতে পারি। আমার মোবাইলে যেসব সমস্যা হয় সেগুলোর কথা না-ই বললাম। আশা করি, এই নাতনিকে সহায়তা করবেন।'

এমন আরও অসংখ্য চিত্র রয়েছে। আমি একজন অধ্যাপিকাকে জানি যাকে তার এক ছাত্র পরীক্ষায় নকল ধরার দায়ে ফেসবুকে পতিতা বানিয়ে ছেড়েছে। নারীর প্রতি অনলাইনে সহিংসতার মাত্রা এতো বেশি যে এটি পুরো সভ্যতার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বাইরেও অনলাইনে শিশু ও বিকৃতিসহ নানা ধরনের পর্নোগ্রাফি, জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্ম বিষয়ক ঘৃণা প্রচার, সহিংসতা ও জঙ্গিবাদের প্রসার ইত্যাদি তো আছেই। এর সাথে যদি মোবাইল ফোনের প্রযুক্তিকে যুক্ত করা যায় তবে খুন, বোমাবাজি, অপহরণ, সন্ত্রাস, মানহানি এসব তো যুক্ত হবেই। কল, মিস কল, এসএমএস ইত্যাদির সহায়তায় মানুষকে আক্রমণ করা ছাড়াও ক্যামেরা ও ভিডিও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশেষ নারীদেরকে হেয় করার অপরাধ প্রতিনিয়ত ঘটছে। সেদিন শাহবাগের ঘটনা নিয়ে বিদেশ থেকে এক ভদ্রলোক আমাকে প্রাণনাশের ও সম্মাননাশের হুমকি দিয়েছেন। বাধ্য হয়ে আমি পল্টন থানায় জিডি করেছি। কিন্তু সেই জিডির কোনো ফলাফল নেই। পুলিশ আমাকে জানিয়েছে, এ বিষয়ে করার মতো কাজ তাদের জানা নেই।

সরকারিভাবে সাইবার নিরাপত্তার জন্য বিটিআরসির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু সেই কমিটি কী কাজ করছে তা আমরা জানি না। বরং আমরা এটি জানি, সাধারণ মানুষ কোনো অপরাধের প্রতিকার পাওয়ার কোনো ঠিকানা জানে না।

সরকার আইসিটি অ্যাক্ট-২০০৬ (২০০৯ সালে সংশোধিত) নামে একটি আইন তৈরি করেছে। সেই আইনে এসব অপরাধের বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা নেয়া যায়। কিন্তু এর জন্য যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা দরকার তা করেনি।

অন্যদিকে সরকার অনলাইন মিডিয়ার একটি খসড়া প্রকাশ করেছিল। সেটি পুরো দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করার পর তা বাতিল করে কমিটি করে একটি নীতিমালা তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেই কমিটিও স্ট্যাকহোল্ডারদের কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাচ্ছে না। এই সুযোগে লাগামহীনভাবে অনলাইন মিডিয়া নিজেদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

তবে শাহবাগের গণজাগরণ ও তার প্রতিক্রিয়ায় সরকারকে কিছু পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। জামায়াত-শিবির ও তার সহযোগীরা যখন লাগামহীনভাবে শাহবাগের আন্দোলনকারীদের নাস্তিক বলে প্রচার করছে তখন সরকারকে একটি কমিটি গঠন করতে হয়েছে। এই কমিটির দায়িত্ব হলো, অনলাইনে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়েছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখা। কমিটিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের।

সরকারের উদ্যোগটি নিয়েই আলোচনা করা যায়। আমি ঠিক জানি না, সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে যথাসম্ভব উদ্যোগী হয়েও অনলাইন জগতটাকে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে অবহেলা করে আসছে কেনো? কেনো তারা উটপাখি হয়ে আছে? কেনো পুলিশে অনলাইন জগত নিয়ে কোনো বিশেষ টিম বা তদন্ত দল হয়নি বা কেনো চার বছরেও সরকার অনুভব করতে পারেনি যে নিরাপত্তার বিষয়টি শুধু শারীরিক বিষয় নয়, সেটি এখন একটি ডিজিটাল বিষয়? আমি নিজে একটি হিসাব করে দেখেছি যে, মিডিয়ার রূপান্তরটি কত ভিন্নমাত্রার হয়েছে। বাংলাদেশের একটি দৈনিক পত্রিকার সর্বোচ্চ সার্কুলেশন হতে পারে তিন লাখ, যদিও বেশিরভাগেরই প্রচারসংখ্যা হাজারের কোঠায়। সব পত্রিকার পাঠকসংখ্যা হতে পারে সর্বোচ্চ ৩০ লাখ। অন্যদিকে অনলাইনে এসব পত্রিকার পাঠকসংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ বেশি এবং দেশের তিন কোটি লোক এখন অনলাইনে যুক্ত থাকে। শুধু ফেসবুকে বাংলাদেশের ৩২ লাখ ৩৩ হাজার ৩০০ মানুষ (২৬ মার্চ ২০১৩ হিসাবে) যুক্ত। অনলাইনে একজন ব্যক্তির যোগাযোগ ক্ষমতা কতটা বেড়েছে তার হিসাবটা আমি নিজের হিসাব থেকে দিতে পারি। ২৬ মার্চ ২০১৩, দুপুর ২:২৩ মিনিটের সময় আমার দুটি ফেসবুক হিসাবে বন্ধু ছিল ৫,৭০৪ ও ৪,০৯৩। মানে আমি ফেসবুকে একটি বাক্য লিখে ৯,৭৯৭ বন্ধুর সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করতে পারি। শুধু তাই নয়, এই বন্ধুদের পাশাপাশি আমার দুটি হিসাবে যথাক্রমে ৩,৫৫২ ও ১,৪৫৯, মোট ৫,০১১ অনুসারী আছে যারাও সাথে সাথে আমার সাথে যুক্ত হতে পারে। ভাবুন তো মোট ১৪,৮০৮ লোকের যদি গড়ে ২০০ বন্ধু থাকে (কারও কারও হাজার বা ৪ হাজারও আছে), তবে কত মানুষের কাছে আমি মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছতে পারি। দেশের সব পত্রিকার পাঠকসংখ্যার সমান মানুষের কাছে তো আমি একাই যেতে পারি। এরা বিশ্বের সব প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। দৈনিক প্রথম আলোর অনলাইন সংস্করণের সদস্য আছে ৩,৮৩,৩৯৪ (২৬ মার্চ ২০১৩)। অন্যদিকে বিডিনিউজ২৪.কমের সদস্য আছে ৩,৩১,৪৮২ (২৬ মার্চ ২০১৩)। কতজন রাজনৈতিক নেতার এ পরিমাণ ক্ষমতা আছে যে তিনি এত লোককে একসাথে তার বাণী শোনাতে পারেন? চিন্তা করে দেখুন, কত শতবার সমাবেশ করে এত লোকের কাছে একটি বক্তব্য পৌঁছানো যাবে। রাষ্ট্র কোনোদিন এমন অবস্থার মুখোমুখি হয়নি। আমাদের নিরাপত্তাকর্মীরা এটি উপলব্ধিও করতে পারেন না।

যাহোক, যারা এখন অনলাইনে ধর্মের অবমাননার অনুসন্ধান করছেন তাদের চ্যালেঞ্জটি বেশ বড়। প্রথমত, তাদেরকে বাংলাদেশের ভেতরের তিন কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ও দেশের বাইরের প্রায় এক কোটি বাংলাদেশীর অনলাইন কার্যক্রম অনুসন্ধান করতে হবে। শুধু তাই নয়, এদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগাযোগ ছাড়াও সামষ্টিক, গোষ্ঠীগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকেও অবলোকন করতে হবে। এজন্য দেশী-বিদেশী ওয়েবসাইট, সামাজিক নেটওয়ার্ক (ফেসবুক, টুইটার, গুগল+), ব্লগ, মিডিয়া, পোর্টাল ইত্যাদির নানা বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এসব ক্ষেত্রে মুছে ফেলা ও বিরাজমান উভয় ধরনের উপাত্ত অনুসন্ধান করতে হবে। তৃতীয়ত, পাওয়া উপাত্ত তার নিজের সৃষ্টি করা কিনা, রাজনৈতিক গোষ্ঠীর তৈরি করা কিনা বা ফেক আইডি দিয়ে তৈরি করা কিনা, তা নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি উপাত্তের উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হবে এবং কিভাবে এসব অপরাধ সম্পন্ন করা হয়েছে সেটিও অনুসন্ধান করতে হবে। আমি মনে করি, সরকারি কমিটিকে এসব উপাত্ত সৃষ্টি প্রতিরোধ কেমন করে করতে হবে, কে এই দায়িত্ব কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করে করবেন সেটিও নির্ধারণ করতে হবে।

পাশাপাশি যে কাজটির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে সেটি হলো এমন অপরাধ ঘটতে থাকলে বা ঘটার উপক্রম হলে তার বিরুদ্ধে কেমন করে ব্যবস্থা নিতে হবে তার উপায় খুঁজে বের করা। একই সাথে সরকারকে প্রচলিত আইনকে কার্যকর করতে হবে বা প্রয়োজনীয় সংশোধনী করতে হবে। সেই সাথে সরকারকে সব মিডিয়ার জন্য অভিন্ন নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

আমি মনে করি, এই বিষয়টির চেয়েও জরুরি বিষয় হলো সাইবার ক্রাইম রিপোর্ট করার জন্য ▸

(বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়)

উটপাখি থাকা যাবে না অনলাইন

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

একটি অভিযোগ-তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা। আমি মনে করি, কোনো কমিটির পক্ষেই এককভাবে এতসব তথ্য অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়। শুধু জনগণ যদি তথ্য দেয়, তবেই এমন বিশাল বিষয়টি সম্পর্কে সরকার কিছু তথ্য পেতে পারে। সরকারকে অনলাইনে ও অফিস স্থাপন করে এজন্য অভিযোগ-তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। সাধারণ মানুষ তখনই অধিকতর আগ্রহী হবে যখন সে দেখবে যে এই কেন্দ্র তাকেও সহায়তা করছে। এজন্য এই কেন্দ্রের সাথে অভিযোগ তদন্ত ও প্রতিকার করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সরকার ইন্টারনেট গেটওয়ে ও ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জের সহায়তা নিতে পারে কজ

*ফিডব্যাক : **mustafajabbar@gmail.com***